NOV. 1 0 2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...৩...

২১৫

ডিগ্রি পরীক্ষায় শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েন

সব বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা হবে নিজ কেন্দ্রের বাইরে

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ডিগ্রি পরীক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আধা সামরিক বাহিনী (বিডিআর) মোতায়েন করা হবে। শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ চলতি সপ্তাহে জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সচিবের চিঠিতে পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তব্যে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আজ বৈঠকে বসছেন।

এদিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর প্রথমবারের মতো বিভাগীয় শহরগুলো ছাড়া সারাদেশে প্রায় ৬০০ কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষক বিনিময়ের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভাগীয় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সদরে এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা অন্য কলেজে গ্রহণ করা হবে। নকল প্রতিরোধের জন্য এ বছর এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিগ্রি পরীক্ষায় শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র নিজ কলেজে না রেখে অন্য কলেজে ফেলা হয়েছিল।

এ ছাড়াও দুই মাসব্যাপী ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ শিক্ষকদের সমন্বয়ে প্রায় ৪০০ ভিজিল্যান্স টিম গঠন করেছে। এর বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে অর্ধ শতাধিক 'মোবাইল ভিজিল্যান্স টিমও কাজ করবে। কোথাও কোনো সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মোবাইল টিমকে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, এ বছর ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রায় ২ লাখ ৫৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন শক্ত অবস্থান গ্রহণ করলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও এড়ানো সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন, এক কলেজের শিক্ষকদের অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নকল প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা হবে। এদিকে ভিসির একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, আসন্ন ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য তিনি তার বিদেশ সফর পিছিয়ে দিয়েছেন। জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য ভিসির আগামী ১৩ নভেম্বর ঢাকা ত্যাগ করার কথা ছিল।

ডিগ্রি পরীক্ষাকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসকদের লেখা শিক্ষা সচিবের পত্রে পরীক্ষা চলাকালীন কোনো কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে পরীক্ষার প্রাক্কালে দুষ্কৃতকারীরা যাতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব তুলে ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি বা বিক্রি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে এবং অপরাধকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পত্রে বলা হয়েছে, যে সব কেন্দ্রে নকলপ্রবণতা বেশি কিংবা ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক সে সব কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রয়োজনবোধে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

এদিকে জানা গেছে, অত্যধিক নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে এ জাতীয় প্রায় শতাধিক কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে 'স্পর্শকাতর' তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে। এই তালিকায় ইতিপূর্বে বাতিল করা ৬৪টি কেন্দ্রও রয়েছে, যেগুলো পরবর্তী সময়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়।

অবশ্য ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, কেন্দ্রগুলো বাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। আসন বিন্যাসে ছিল যথেষ্ট গরমিল। তিনি বলেছেন, নকলের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে এমন কেন্দ্রগুলো পুনর্বহাল করা হয়নি।

আজ বিকাল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডি অফিসে স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অধ্যক্ষরা এতে অংশ নেবেন। জানা গেছে, সভায় নকল প্রতিরোধে কেন্দ্রগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে সভায় আলোচনা হবে।

এদিকে, ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬ জেলার পরীক্ষার্থীরা অংশ না নিলেও দুই মাস পর বিশেষ পরীক্ষায় তারা অংশ নিতে পারবে। বন্যার কারণে তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ঐ কটি জেলায় প্রায় ৭ হাজার পরীক্ষার্থী রয়েছে। তবে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, বন্যাদুর্গত এলাকায় পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে যেকোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। যারা এবার অংশ নেবে তারা বিশেষ পরীক্ষায় সুযোগ পাবে না।